ছ্বহীহ হাদীছের পরিচয়
ও
হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি

মূল

মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী (রহঃ)

ছহীহ্ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি

মূল
আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহ:)

সংকলন ও সম্পাদনায়
আবুল কালাম আযাদ

প্রকাশনায়
আযাদ প্রকাশন
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আ: প্র: প্রকাশনা : ২২

প্রকাশকাল
জিলক্বদ ১৪৩০ হি:, অক্টোবর ২০০৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০১১ ইং
রবিউছ ছানী : ১৪৩২ হি:

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স
সাইলেক্স
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬২০৮২৯

মূল্য : ১৮.০০ (আঠার) টাকা মাত্র

Sahi Hadither Porichoy O Hadith Grahoner Mulneeti by Abul Kalam Azad. Published by Azad Prokashon, Anderkilla, Chittagong. Distributor : Azad Books : Anderkilla, Chittagong. Tel: 623602 Price : 18.00 Taka Only.

সূচি

বিষয় পৃষ্ঠা

কেন এ সংকলন ও সম্পাদনা

ইসলামী শরী'আর প্রথম উৎস কুরআন মজীদের পর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদীছ শরীফ। কুরআন যেমন 'অহীয়ে মতলু' অর্থাৎ জিবরাঈল (আ:)-এর মাধ্যমে পঠিত, তেমনি হাদীছও 'অহী'। তবে তা 'অহীয়ে গায়রে মতলু' অর্থাৎ যা জিবরাইল (আ:) কর্তৃক পঠিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তা অনুমোদিত। এতে কোন সময় যদি কোন অসঙ্গতি দেখা দিতো তখন সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশ্তা জিবরাঈল (আঃ)-কে পাঠিয়ে তা সংশোধন করে দিতেন। তাই হাদীছ ইসলামী শরী'আর নিশ্চিত ও নির্ভুল দ্বিতীয় উৎস।

কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব যেমনি আল্লাহ তা'আলাই নিয়েছেন, তেমনি কুরআনের মূল ব্যাখ্যা হাদীছও ছহীহ্ হওয়া এবং ভেজাল থেকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে যুগশ্রেষ্ঠ এবং অলৌকিক কিছু মানুষও পাঠিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই এহসানের বাস্তব নমুনা হলেন যুগে যুগে হাদীছ সংগ্রহকারী ও সংকলনকারী ইমামগণ। আবার এ ইমামগণও যেহেতু অহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন মানুষ ছিলেন না, সেহেতু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা একের উপর অপরকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে থাকেন। যাতে তাঁরা ছহীহ্ হাদীছ নিরূপণে সঠিক ও নৈপূন্য লাভে সক্ষম হন এবং কুরআন তথা ইসলামী শরী'য়ার ব্যাখ্যা ও দর্শন নির্ভুল এবং সঠিক হয়। এর প্রমাণ হলো বিংশ শতকের যুগশ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ ও ইমাম আশ্ **শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহ:)**। হাদীছের জগতে তাঁর তাহক্বীক্বে দেখা যায় বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থসমূহের মধ্যে ছহীহ্ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এই দুটি গ্রন্থ ছাড়া আর যেসব গ্রন্থ বিদ্যমান তা কোনটি য'য়ীফ ও মউযূ হাদীছ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আর এ কারণেই সম্ভবত ঐসব হাদীছ গ্রন্থের সংকলনকারীগণও তাঁদের গ্রন্থের নাম করণের ক্ষেত্রে 'ছহীহ্' শব্দ সংযোজন করেন নি। অবশ্য এসব হাদীছ গ্রন্থে য'য়ীফ ও মউযূ হাদীছ অন্তর্ভুক্তি তাঁদের কারো ইচ্ছাকৃত বিষয় ছিল না। বরং এটি ছিলো তাঁদের হাদীছ গ্রহণের উসূলের ক্ষেত্রে ইজতেহাদী গলত। অবশ্য তাঁদের এই গলতের জন্য তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মোয়াখাজা হবেন না ঠিক, তবে কোন গলত পরবর্তিতে কারো মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে এরপর থেকে ঐ গলত আর আমল করা কারো জন্য জায়েয নয়। এটা হলো উসূলে 'আম। এক্ষেত্রে আশ্শায়খ আলবানী (রাহ:) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনকারী ইমামগণ কর্তৃক রচিত উসূলে হাদীছের কিতাবগুলোকে বিশ্লেষণ করে ছহীহ্ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের যে মূলনীতি সম্পাদনা করেছেন তা রীতিমত হাদীছ চর্চাকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত ও নেয়ামত স্বরূপ।

এ উপমহাদেশে হাদীছ পড়াশুনার ক্ষেত্রে উসূলে হাদীছ সংযুক্ত থাকলেও উসূল মুতাবেক হাদীছকে ছহীহ্, য'য়ীফ, মউযূ ইত্যাদি বাস্তবে যাচাই করা হয় না। যার ফলে আমাদের দেশে ওয়াজ-নছীহতে, জুমার খুত্ববায়, ইসলামী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এমন সব হাদীছ উদ্ধৃত করা হয় যা মূলত ছহীহ্ হাদীছ নয়। ফলে নষ্ট হচ্ছে আমাদের অনেক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের বিদা'তী ও শিরকী আমল আর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উম্মাহর ঐক্য। অথচ হাদীছের ক্ষেত্রে যদি একমাত্র ছহীহ্ হাদীছের অনুসরণ করা হয় তাহলে সকল আমলের ক্ষেত্রে উম্মার মধ্যে একটি সুন্দর ও সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতো। আজকে মুসলিম উম্মাহর ভিতর অনৈক্যের কারণসমূহের মধ্যে এটাও একটি মূল কারণ যে, হাদীছের ক্ষেত্রে ছহীহ্ যাচাই না করে

'রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ) বলেছেন' এ কথা দেখলেই হাদীছ বলে উদ্ধৃত করা। অথচ ছ্বহীহ্ ও সঠিকভাবে জানা না থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছ্বঃ)-ই নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

إتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى الأَّ مَاعَلِمْتُمْ ·

তোমরা আমার পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো, তবে সঠিক ভাবে জানা থাকলে বর্ণনা করো। *(আহমদ, তিরমিজী)*

তিনি আরও বলেছেন:

مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ·

আমি যা বলি নি তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামেই তার আসন ঠিক করে নেয়। *(বুখারী)*

সুতরাং হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করতে হলে হাদীছ ছ্বহীহ্ কিনা তা জানা প্রয়োজন। অন্যথায় পরকালে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তথা আমাদের এ উপমহাদেশে সাধারণত 'ছ্বিহাসিত্তা' বা 'ছ্বহীহ্ হাদীছ' বলতে বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ এ ছয়টিকেই বুঝানো হয়। অথচ গোটা আরব বিশ্বে তখন থেকে এখনও পর্যন্ত বুখারী ও মুসলিমকে বলা হয় 'ছ্বহীহ্হায়ন' আর তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্কে বলা হয় 'সুনানে আরবা''। অর্থাৎ বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অপর চারটি হাদীছ গ্রন্থের সব হাদীছ পুরোপুরি ছ্বহীহ নয় বরং এর মধ্যে কোন কোন হাদীছ য'য়ীফ কিংবা মউযূ রয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিজী (রাহ:) তিরমিজীতে তাঁর প্রত্যেকটি হাদীছ বর্ণনা শেষে নিজেই বলে দিয়েছেন: এ হাদীছ 'ছ্বহীহ্' নতুবা বলেছেন: 'হাসান' অথবা বলেছেন: 'য'য়ীফ বা মুনকার'। অনুরূপভাবে আশ্শায়খ আলবানী (রাহ:)-এর তাহক্বীক্বে প্রমাণিত হয়েছে তিরমিজীতেও যেমন য'য়ীফ ও মুনকার হাদীছ রয়েছে, তেমনি আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহতেও বেশ কিছু য'য়ীফ ও মুনকার হাদীছ বিদ্যমান। সুতরাং হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে হাদীছ গ্রহণের উসূল ও হাদীছের শ্রেণী বিভাগ জানা জরুরী এবং প্রত্যক্ষ ছ্বহীহ ব্যতীত অন্য হাদীছসমূহের মধ্যে কোন্ হাদীছ গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় তাও জানা প্রয়োজন। অন্যথায় হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দায় এড়ানো যাবে না।

এক্ষেত্রে আলবানী (রাহ:)-এর তাহক্বীক্বকৃত য'য়ীফ সুনানে ইবনে মাজাহ্ এর মুকাদ্দমামায় সংযোজিত সহজ ও সংক্ষিপ্ত উসূলে হাদীছটি "ছ্বহীহ্ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি' নামে হাদীছ চর্চকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তার সাথে আগে একটি এবং পরে পরিশিষ্ট আকারে দুটি মোট তিনটি ছোট ছোট বিষয়ও আমাদের পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে, যা হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক বিষয় বলে বিবেচিত। এতে যদি হাদীছের কোন পাঠক হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে উপকৃত হন, তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর বিনিময় আশা করতে পারবো।

وما علينا الا البلاغ

বিনীত

আবুল কালাম আযাদ

আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রাহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রাহঃ)-এর পর আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (রাহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ 'আব্দুর রাহমান মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী।

জন্মঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের মুসলিম দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্‌তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী 'আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা-দীক্ষাঃ দামিশ্‌কের একটি মাদ্‌রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্‌হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রাহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীছ চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমদের সামনে আল্লাহ্‌র নবী (ছ্বঃ)-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ্ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্ম জীবনঃ আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন (রাহঃ) নিজেই বলেছেন– "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা কর্তৃক আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীছ অধ্যয়ন ও গবেষণায় এবং বই লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীছ শাস্ত্রের যে খিদমত হয় নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলীঃ আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ (১) সিলসিলাতুল

আহাদীছিয যঈফাহ্ ওয়াল মাউযূ'আহ (২) সিল্‌সিলাতুল আহাদীছিছ ছ্বহীহাহ (৩) **ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজ** মানা-রিস সাবীল (৪) মুখতাছ্বার ছ্বহীহ্ মুসলিম লিল মুনযিরী (৫) মুখতাছ্বার ছ্বহীহুল বুখারী (৬) ছ্বহীহ্ সুনানে আবী দাউদ (৭) যঈফ সুনানে আবী দাউদ (৮) ছ্বহীহ্ তিরমিযী (৯) যঈফ তিরমিযী (১০) ছ্বহীহ্ সুনানে নাসাঈ (১১) যঈফ সুনানে নাসাঈ (১২) ছ্বহীহ্ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪) ছ্বহীহ্ জামিউস ছ্বগীর (১৫) যঈফ জামিউস ছ্বগীর (১৬) ছ্বহীহ্ আত-তারগীব (১৭) ছ্বহীহ্ আদাবুল মুফরাদ (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ (১৯) তাহ্‌কীক্ব মিশকাতুল মাছ্বাবীহ (২০) আদাবুয যুফাফ (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদায়িহা (২২) ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন্ নবী (ছ্বঃ) (২৩) ছ্বলাতুত তারাবীহ (২৪) ছ্বলাতুল ঈদাইন ফিল মুছাল্লা (২৫) গায়াতুল মারাম (২৬) তাহজিরুস্ সাজিদ (২৭) কিছ্‌ছাতু মাসীহিদ্ দাজ্জাল (২৮) হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমাহ (২৯) হাজ্জাতুন্ নবী (ছ্বঃ) (৩০) আল ইস্‌রা ওয়াল মি'রাজ (৩১) রাওযুন নবী (৩২) তা'লিকুর রাগীব (৩৩) রিসালাহ বিদ'আত ইত্যাদি।

আলবানী সম্পর্কে মতামতঃ সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী শায়খ 'আব্দুল 'আযীয বিন বা-য্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

لا اعلم تحت الفلك فى هذا العصر اعلم من الشيخ ناصر الدين فى علم الحديث.

বর্তমান যুগে এই নভোমণ্ডলের নিচে ইলমে হাদীছে আলবানী অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কেউ আছে বলে আমার জানা নাই। *(আবদুল কাদির জুনায়দ, আলবানী আল ইমাম- পৃ: ৬ -৭)*

সুনানে নাসা'য়ীর বিখ্যাত ভাষ্যকার শায়খ মুহাম্মদ আলী আদম আল আছিউবী এ প্রসঙ্গে বলেনে, "হাদীছের ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ নিরূপনে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। এ যুগে পারদর্শিতার দিক দিয়ে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি কমই আছেন, যিনি এই শাস্ত্রে অজ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য নেতৃত্ব দিতে পারেন।" *(আশ-শায়বানী- হায়াতুল আলবানী- ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮)*

আন্‌নাদওয়াতু 'আল্-লামিয়্যাহ লিশ্‌শবা-বিল ইসলামী (বিশ্ব ইসলামী যুব সংগঠন- WAMY)-এর জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আল্ জুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নিচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীছ বিশারদ আর কেউ নেই। ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী বিংশ শতকের হাদীছ শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যুঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে স্মরণ করে রাখবে। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন ॥

[সূত্র : মুকাদ্দামা- য'য়ীফ ইবনে মাজাহ ঃ আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ)]

হাদীছের উৎস, বর্ণনা ও গ্রহণের মূলনীতি

হাদীছের উৎস

রাসূল ﷺ বলেছেন:

اَلاَ اِنِّى اُوْتِيْتُ الْكِتَبَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

জেনে রেখো, আমাকে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে) কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ আরও একটি (অর্থাৎ হাদীছ)। *(আবু দাউদ)*

তিনি আরও বলেছেন:

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهِ.

আমি যখন তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কোন কথা বলি তাহলে তোমরা তা আঁকড়ে ধরো। *(মুসলিম)*

তিনি আরও বলেছেন:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ.

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো– আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ কুরআন মজীদ) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (অর্থাৎ হাদীছ)। *(মুয়াত্তা-মালেক)*

হাদীছ বর্ণনা ও গ্রহণের মূলনীতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اِتَّقُوْا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلاَّ مَاعَلِمْتُمْ.

তোমরা আমার হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো, তবে সঠিকভাবে জানা থাকলে বর্ণনা করো। *(আহমদ, তিরমিজী)*

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَيَرَى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সেই হলো দুই মিথ্যাবাদীর একজন। *(তিরমিজী)*

হযরত মিস'আর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সা'দ ইবনে ইবরাহীমকে

বলতে বলতে শুনেছি:

لَاُيَحَدَّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الثِّقَاتُ .

ছিক্বাহ্ (নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। *(মুকাদ্দমা-মুসলিম)*

হযরত আকওয়া ইবনে সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ يَقُلَ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّاسِ .

আমি যা বলি নি তা আমার উপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামেই তার আসন ঠিক করে নেয়। *(বুখারী)*

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আমল দুই ধরনের বর্ণনার পর বলেছেন:

فَالاَخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

একই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই ধরনের আমলের ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর সর্বশেষ কাজ অনুযায়ী আমল করতে হবে। *(বুখারী, কিতাবুল আজান)*

ইমাম যুহরী (রাহঃ) বলেছেন:

وَاِنَّمَا يُوْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلاَخِرُ فَالاَخِرُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজকর্মের মধ্যে সর্বশেষটিই আমলের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হবে। *(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)*

হযরত আবুল 'আলা ইবনে শিখির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيْثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرانُ بَعْضُهُ بَعْضًا .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন কোন হাদীছ একটি আরেকটিকে রহিত করে, যেমন কুরআনের কোন কোন আয়াত কোন কোন আয়াতকে রহিত করে। *(মুসলিম, কিতাবুত ত্বাহারাত)*

হাদীছ বর্ণনা ও গ্রহণের মূলনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (ছঃ)-এর বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীছসমূহই হলো হাদীছ গ্রহণ ও বর্ণনার মূলনীতি। এসব মূলনীতিকে উপেক্ষা করে কোন হাদীছ বর্ণনা করা কিংবা গ্রহণ করার চিন্তাও করা যায় না। তাই উসূলে হাদীছের ক্ষেত্রে **'ছুহীহ হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের মূলনীতি'** নামে এই পুস্তিকায় আশ্শায়খ আলবানী (রাহঃ)-এরর সম্পাদিত উসূলে হাদীছটি তারই একটি বাস্তব বিশ্লেষণ । *(সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)*

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীছের প্রকারসমূহ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীছ প্রধানত দু' প্রকার ঃ (১) ছ্বহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীছ চার প্রকার।

১। **ছ্বহীহ্ লেজাতিহী: (প্রত্যক্ষ ভাবে ছ্বহীহ)** যে হাদীছের সনদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সনদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীছকে ছ্বহীহ বা ছ্বহীহ্ লেজাতিহী বলে। গ্রহণযোগ্য হাদীছগুলোর মধ্যে ছ্বহীহ লেজাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।

২। **হাসান লেজাতিহী: (প্রত্যক্ষ ভাবে হাসান)** যে হাদীছের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু ছ্বহীহ হাদীছের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লেজাতিহী হাদীছ বলা হয়।

৩। **ছ্বহীহ লেগাইরিহী (পরোক্ষ ভাবে ছ্বহীহ)**: যদি হাসান হাদীছের সনদ সংখ্যা অধিক হয় তাহলে এর দ্বারা হাসান বর্ণনাকারীর মধ্যে যে ঘাটতি ছিল তার পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সনদে বর্ণিত হাসান হাদীছকে ছ্বহীহ্ লেগাইরিহী বলা হয়।

৪। **হাসান লেগাইরিহী (পরোক্ষ ভাবে হাসান)**: অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীছ একাধিক সনদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লেগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত য'য়ীফ অর্থাৎ দুর্বল হাদীছ। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লেজাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

য'য়ীফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীছের প্রকারসমূহ

যে হাদীছে হাসান লেগাইরিহী হাদীছের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে য'য়ীফ বা দুর্বল হাদীছ বলে। ইমাম নববী বলেন, যে হাদীছের (বর্ণনাকারীর মাঝে) ছ্বহীহ ও হাসান হাদীছের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে য'য়ীফ হাদীছ বলে। এরূপ হাদীছ অগ্রহণযোগ্য।

হাদীছ দু'টি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) সনদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া, (২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্ব শক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। হাদীছ শাস্ত্রে যে সকল হাদীছ অগ্রহণযোগ্য ও ক্রটিযুক্ত সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১। **মু'আল্লাক:** যে হাদীছে সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

২। **মুনকাতে'**: হাদীছের সনদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতে' বলা হয়।

৩। **মুরসাল**: যে হাদীছের সনদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবে'য়ীর মাঝে ঘাটতি পড়ে থাকে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীছকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি ছাহাবীও হতে পারেন, তাবে'য়ীও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন।

তবে উক্ত তাবে'য়ী সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীছটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) ও ইমাম মালিক (রাহঃ) মুরসাল হাদীছ সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রাহঃ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহঃ) বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সনদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সনদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্‌র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্ননা করেছেন: কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। **মু'দাল**: হাদীছের সনদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। **মুদাল্লাস**: সনদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সনদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীছ বর্ণনা করা, যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীছটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেন নি। এরূপ হাদীছকে মুদাল্লাস বলা হয়। সনদে তাদলীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি য'য়ীফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬। **শা'জ**: একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গরমিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'জ বলা হয়। শা'জ হাদীছ ছহীহ্ নয়। এটি হাদীছ শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭। **মা'রুফ:** যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গরমিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলা হয়।

৮। **মুনকার:** মা'রূফ হাদীছের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীছকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীছ ত্রুটিযুক্ত।

৯। **মাতরূক:** যে হাদীছের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি তাওবাহ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। **মউযূ' বা বানোয়াট:** যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল ﷺ-এর নামে বানোয়াট হাদীছ তৈরী করে তাকে মউযূ' বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীছ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীছ জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। **মুবহাম:** যে হাদীছের বর্ণনাকারীর পরিচয় ভাল করে জানা যায় নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। ছাহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। **মুদরাজ:** যে হাদীছের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সনদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মতনের মধ্যেও হতে পারে। হাদীছে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

১৩। **মাজহূল:** যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রহণযোগ্য হাদীছের
কতিপয় পরিভাষা

১। **মুতাওয়াতির:** মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীছকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। **খবরু ওয়াহিদ:** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীছকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীছকে খবরু ওয়াহিদ বলা যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীছের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার :

(ক) মশহূর: আভিধানিক অর্থে যে হাদীছ মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীছকে মশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) 'আযীয: সেই হাদীছকে বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) গরীব: যে হাদীছের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছটিকেই বলা হয় গরীব হাদীছ।

৩। **মারফূ':** নবী ﷺ-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীছ।

৪। **মাওকূফ:** ছাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

৫। **মাক্বতূ:** তাবে'য়ী বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৬। **মুত্তাসিল:** যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

৭। **মাহ্ফূজ:** যে হাদীছটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুজ' হাদীছ। এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য।

৮। **তাবে':** তাবে' বলা হয় সেই হাদীছকে যে হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীছ বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীছের মূল বর্ণনাকারী ছাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

৯। **শাহেদ:** শাহেদ বলা হয় সেই হাদীছকে যে হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীছ বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীছের মূল বর্ণনাকারী (ছাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১০। **মুতাবা'আত:** হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। এটি দুই প্রকারঃ

(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ: যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াত তাম্মাহ' বলা হয়।

(খ) মুতাবা'আতু কাছ্বিরাহ: যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু কাছ্বিরা' বলা হয়।

১১। **মুছাহ্হাফ:** আভিধানিক অর্থে তাছ্হীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুছাহ্হাফ বলা হয়: শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের

বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীছের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাছ্বহীফ সনদ ও মতন উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীছ গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাছ্বহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফেয ইবনু হাজার (রাহঃ)-এর নিকট মুছ্বাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীছের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীছের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

'য'য়ীফ' এ কথা উল্লেখ না করে য'য়ীফ হাদীছ বর্ণনা করা জায়েয নয়

অধিকাংশ সংকলক, বিশেষ করে বর্তমান যুগের সংকলকদের মাঝে তাদের মাজহাবী ও নিজস্ব মতপার্থক্যের কারণে এমন অভ্যাস পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, তারা নির্দ্বিধায় নবী ﷺ এর দিকে সম্পর্কিত করে য'য়ীফ হাদীছাবলী বর্ণনা করছেন। অথচ হাদীছগুলো যে দুর্বল, সে ব্যাপারে তারা মোটেই সতর্ক করছেন না। সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে কিংবা তৎসম্পর্কিত কিতাবাদী অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণে, অনুৎসাহী বা অলসতা প্রদর্শনের কারণে তাদের দ্বারা এরূপ আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে। কেউ কেউ তো দুর্বল হাদীছসমূহের মধ্যকার বিশেযত ফাযায়েলে 'আমাল সম্পর্কিত হাদীছের ব্যাপারে একেবারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন।

আবূ শাম্মাহ (রাহঃ) 'আল বায়ি'স 'আলা ইনকারুল বিদ্ঈ ওয়াল হাওয়াদিস' গ্রন্থে (৫৪ পৃষ্ঠায়) বলেন:

এরূপ আচরণ হাদীছ বিশারদ মুহাক্কিকগণ ও উসূল ও ফিক্বাহবিদ 'আলিমগণের দৃষ্টিতে ভুল ও অন্যায়। বরং উচিত হলো, হাদীছের অবস্থান জানা থাকলে তা জানিয়ে দেয়া। অন্যথায় নবী ﷺ-এর বাণীতে বর্ণিত শাস্তিতে নিপতিত হতে হবে:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُرى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ.

যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, সেই হলো দুই মিথ্যাবাদীর একজন। *(মুসলিম)*

এই হুকুম তাদের জন্য যারা ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল হাদীছগুলোর ব্যাপারে নীরব থাকেন। তাহলে আহকাম ও অনুরূপ বিষয়ক হাদীছের ক্ষেত্রে কেমন হুকুম হতে পারে? জেনে রাখুন, যিনি এমনটি করবেন, তিনি নিম্নের দুই ব্যক্তির কোন একজন হবেন:

এক: হয়ত তিনি ঐ হাদীছগুলোর দুর্বলতা অবহিত আছে কিন্তু সেগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করছেন না। এরূপ ব্যক্তি মুসলমানের সঙ্গে প্রতারণাকারী এবং উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত শাস্তির অধিকারী।

ইবনু হিব্বান তার 'আয-যু'আফা' গ্রন্থে (১/৭-৮) বলেছেন:

"এই হাদীছ প্রমাণ করে, কোন মুহাদ্দিছ যখন জেনে বুঝে নবী ﷺ-এর বাণী বলে এমন হাদীছ প্রচার করেন, যা নবী ﷺ-এর সূত্রে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত নয়, তাহলে ঐ মুহাদ্দিছ দুই মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক গণ্য হবেন। উপরন্তু হাদীছের বাহিত্যকতা আরো কঠোর সংবাদ দিচ্ছে যে, নবী ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সূত্রে এমন হাদীছ বর্ণনা করল ধারণা করা হচ্ছে যে, সেটা মিথ্যা ..... । সুতরাং কোন বর্ণনার ব্যাপারে সেটি ছহীহ কি ছহীহ নয়, এ ধরনের যে কোন সংশয়ই এই হাদীছের বাহ্যিক ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

[হাফিয ইবনু হাজার (রাহঃ) বলেন, "তাহলে ঐ ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হবে যে এরূপ হাদীছ মোতাবেক 'আমল করে?"]

ইবনু 'আবদুল হাদী 'আস্‌সারিমুল মান্‌কী' গ্রন্থে (১৬৫-১৬৬ পৃষ্ঠায়) বক্তব্যটি নকল করেছেন এবং একে সমর্থন করেছেন।

দুই: হয়ত তিনি হাদীছটির দুর্বলতা অনবহিত। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও গুনাহ্‌গার, অপরাধী। কারণ তিনি কিছু না জেনে কোন কথাকে নবী ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত করলেন কেন? নবী ﷺ তো বলেই দিয়েছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করবে।" *(ইমাম মুসলিম এটি তার ছহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দামায় ক্রমিক নং ৫-এ বর্ণনা করেছেন।*

অতএব এমন ব্যক্তির ভাগ্যে নবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপকারীর পাপ বর্তাবে। কেননা নবী ﷺ ইশারা করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি যা কিছু শুনে তাই হাদীছ বলে বর্ণনা করে সে নিঃসন্দেহে নবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে যারা কেবল কোন কিতাব হতে হাদীছ পাওয়া মাত্রই যাচাই বাছাই না করে তা বর্ণনা শুরু করে দেয় তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। দু'কারণে এরূপ লোক দু' মিথ্যুকের একজন মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। প্রথমত, সে নবী ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে। দ্বিতীয়ত, সে এই মিথ্যাকে প্রচার করেছে।

ইবনু হিব্বান আরো বলেছেন (১/৯): "এই হাদীছে মানুষের জন্য ধমকি এসেছে যে, সে যা কিছুই শুনেছে সেটির বিশুদ্ধতা নিশ্চিতরূপে না জানা পর্যন্ত যেন প্রচার না করে।"

ইমাম নববী (রাহঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদীছের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত নয়, তার জন্য গবেষণা ব্যতিরেকে ঐ হাদীছকে দলীলরূপে গ্রহণ করা হালাল হবে না। তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, যদি যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা থাকে তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখা। অথবা যাচাইয়ের জ্ঞান না থাকলে, আহলে 'ইল্‌মের কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা। *(ক্বাওয়ায়িদুত তাহ্‌দীছ, মুকাদ্দমাহ্ তামামুল মিনাহ্)*

ছ্বহীহ্ ও য‘য়ীফ হাদীছ পার্থক্য করার যোগ্যতা যার নেই তাকে ‘আলেম বলা যায় না

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল ও ইমাম ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহি (রাহঃ) বলেন:

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصَّحِيْحَ، السَّقِيْمَ ، النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لَايُسَمَّى عَالِماً.

“কোন আলেম যখন হাদীছের ছ্বহীহ ও য‘য়ীফ, নাসেখ এবং মানসূখ পার্থক্য করতে পারবে না, তাকে আলেম বলে অভিহিত করা যাবে না।” *(আবূ ‘আবদুল্লাহ হাকিম “মা'রিফাতু উলূমুল হাদীছ”, পৃষ্ঠা-৬০)*

ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেন:

لَيْسَ يُسَلِّمُ رَجُلٌ حَدَّثَ مَا سَمِعَ وَلاَ يَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

“এ কথা খুব ভালভাবে জেনে নাও যে, যদি কোন ব্যক্তি যা শুনে তাই বলে বেড়ায় তবে সে ব্যক্তি মিথ্যা থেকে নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি (যাচাই বাছাই ছাড়াই) যা শুনেছে তাই হাদীছ বলে প্রচার করে বেড়ায় সে কখনো ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়।”

অতএব হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে ছ্বহীহ ও য‘য়ীফের পার্থক্য নিরূপন করা ওয়াজিব। কেননা, বান্দার উপর যে ‘ইল্‌ম আল্লাহর দলীল হবে তা কেবল কুরআন ও সুন্নাহ। যা হবে সংশয়ের ন্যায় মহাপাপ হতে নিজেদেরকে রক্ষার্থে হাদীছ প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় সতর্ক থাকা। *(মুকাদ্দমাহ্ ছ্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)*

য‘য়ীফ হাদীছের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন অথবা করেছেন এরূপ বলা অনুচিত

ইমাম নববী (রাহঃ) ‘আল-মাজমু‘আহ শারহুল মুহাজ্জাব’ গ্রন্থে (১/৬৩) বলেন: “হাদীছ বিশারদ মুহাক্কিক ‘আলেমগণ ও অন্যান্যরা বলেছেন: কোন হাদীছ য‘য়ীফ হলে তাতে এ কথা বলা যাবে না যে:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهى أَوْ حَكَمَ ....

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অথবা করেছেন অথবা নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা নিষেধ করেছেন অথবা হুকুম করেছেন ইত্যাদি যা ছ্বিগায়ে জাযাম (দৃঢ় অর্থবোধক শব্দ) দ্বারা প্রকাশ পায়।

অনুরূপভাবে এ কথাও বলা যাবে না যে, আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন অথবা বলেছেন, কিংবা উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি যা এর সমার্থবোধক শব্দ। অনুরূপভাবে তাবি'য়ী এবং তার পরবর্তীদের ক্ষেত্রেও এমন কথা বলা যাবে না, যদি হাদীছটি য'য়ীফ হয়ে থাকে। এ সবের কোনটিতেই সিগায়ে জাযাম ব্যবহার করা যাবে না। বরং এর প্রত্যেকটিতেই এ কথা বলতে হবে:

رُوِيَ عَنْهُ أَوْ نُقِلَ عَنْهُ أَوْ حُكِيَ عَنْهُ ... أَوْ يَذْكُرُ ...

তার সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সূত্রে নকল করা হয়েছে, তার সূত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা উল্লেখ করা হয়েছে ইত্যাদি শব্দ, যা ছিগায়ে তাম্‌রীয্-এর অর্থ প্রকাশ করে, ছিগায়ে জাযাম নয়। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, ছিগায়ে জাযাম গঠিত হয়েছে ছ্বহীহ ও হাসান হাদীছের জন্য। আর ছিগায়ে তাম্‌রীয গঠিত হয়েছে এ দুটো ছাড়া অন্যগুলোর জন্য। তাই ছিগায়ে জাযামকে ছ্বহীহ হাদীছ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা অনুচিত। কেননা তা বিশুদ্ধতার অর্থ দেয় ....।" *(মুকাদ্দমাহ্ তামামুল মিন্নাহ)*

ইবনু সালাহ বলেছেন: যখন তুমি সনদবিহীনভাবে য'য়ীফ হাদীছ বর্ণনা করবে, তখন তাতে বলবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই এই বলেছেন। এছাড়াও অনুরূপ অর্থবোধক আলফাজুল জাযিমাহ্। কেননা এরূপ শব্দ প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ সত্যিই তা বলেছেন। তাই য'য়ীফ হাদীছের ক্ষেত্রে বলবে:

رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ كَذَا أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا كَذَا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে এই এই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্র দিয়ে আমাদের নিকট এই এই পৌঁছেছে।" এ ধরনের কথা হাদীছটি ছ্বহীহ ও য'য়ীফ হওয়ার মাঝে সংশয়ের হুকুম দেয়। তাই যে হাদীছের বিশুদ্ধতা তোমার কাছে স্পষ্ট হবে, সে ক্ষেত্রে তুমি বলবে: (قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।" *(মুকাদ্দমা ছ্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)*

ফযায়েলে 'আমালের ক্ষেত্রে য'য়ীফ হাদীছ আমল করা জায়েয কিনা?

'আক্বীদাহ ও আহকামের ক্ষেত্রে যেমন– হালাল-হারাম, বেচা-কেনা, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ আহলে 'ইলম ও তাদের ছাত্রদের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, ফযায়েলে 'আমালের ক্ষেত্রে য'য়ীফ হাদীছ 'আমল করা জায়েয। তাদের ধারণা এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেনই বা এমনটি হবে না, ইমাম নববী তার কিতাবে এ সম্পর্কে ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্টই প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা এ বিষয়ে যে মত পার্থক্য আছে তা জানা বিষয়। হাফেয ইবনু হাজার (রাহঃ) বলেন

"হাদীছের উপর 'আমলের ক্ষেত্রে আহকাম অথবা ফযায়েলের মধ্যকার কোন পার্থক্য নেই। কেননা এগুলোর প্রত্যেকটিই শরী'য়ত।" সেজন্যই কতিপয় মুহাক্কিক 'আলেম বলেছেন, য'য়ীফ হাদীছের উপর কোনক্রমেই আমল করা যাবে না। আহকামের ক্ষেত্রেও নয়, ফযীলতের ক্ষেত্রেও নয়। যেমন শায়খ জামালুদ্দীন কাশিমী (রাহঃ) তার "কাওয়ায়িদুল হাদীছ" (পৃষ্ঠা ১১৩) গ্রন্থের মধ্যে একদল ইমামের মতামত উল্লেখ করেছেন। যাঁরা কোন অবস্থাতেই য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করাকে বৈধ মনে করেন নি। যেমন ইবনু মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু বকর আল 'আরবী ও আরো অনেকে। তাঁদের দলে ইবনু হাযম এবং আল্লামা শাওকানীও রয়েছেন।

হাফিয ইবনু রাজাব "শারহুত তিরমিযী" (ক্বাফ ২/১১২) গ্রন্থে বলেন: "ইমাম মুসলিম কর্তৃক তাঁর ছহীহ গ্রন্থের মুকদ্দমাতে উল্লেখিত ভাষ্যগুলোর বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীছগুলো বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীছগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।"

আমি (আলবানী) বলছি, নিঃসন্দেহে এটাই সঠিক এবং তা কয়েকটি কারণে:

প্রথমত, বিনা মতভেদে 'আলেমগণের নিকট য'য়ীফ হাদীছ দুর্বল ধারণা বা অনুমানের অর্থ বহন করে। তাই ঐকমত্যে এর উপর 'আমল জায়েয নয়। অতএব, যে ব্যক্তি এর থেকে ফযায়েলে 'আমল সম্পর্কিত য'য়ীফ হাদীছকে পৃথক করবে তাকে অবশ্যই এর দলীল দিতে হবে। হায় আফসোস, কোথায় পাবেন দলীল!

আল্লাহ তা'আলা তো একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে 'আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।" *(সূরা আন নাজম: ২৭-২৮)*

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ.

"তারা কেবলমাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" *(সূরা আন-নাজম: ২৩)*

আল্লাহ্র রাসূল (ছঃ) বলেছেন:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"তোমরা অনুমান করা থেকে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীছ) কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

দ্বিতীয়ত, আমি তাঁদের বক্তব্যে বুঝেছি: ফযায়েলে 'আমল দ্বারা তারা এমন 'আমলকে

বুঝাচ্ছেন যা শরী'য়ত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যা দ্বারা শর'য়ী দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি হাদীছটি দুর্বলও হবে। যেখানে 'আমলের কোন নির্দিষ্ট ছওয়াবের উল্লেখ থাকবে, যা উক্ত 'আমলকারী লাভ করবে বলে আশা করা যায়। তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের এরূপ অর্থই বুঝেছেন কতিপয় 'আলেম। যেমন 'আলী আলকারী (রাহঃ)। তিনি 'মিরকাত গ্রন্থে ৯২/৩৮০) বলেছেন:

"ফযায়েলে 'আমলের ক্ষেত্রে য'য়ীফ হাদীছ মোতাবেক 'আমল করা যাবে যদি হাদীছটি বেশি দুর্বল না হয়। যেমন এ ব্যাপারে ইজমা' হওয়ার কথা বলেছেন ইমাম নববী।" তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ফযায়েল যা কিতাব অথবা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

এমনটি হলে তদনুযায়ী 'আমল করা যাবে যদি দলিলযোগ্য অন্য কোন হাদীছ বর্ণনা দ্বারা 'আমলটি শরী'য়ত সম্মত বলে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ মতের জমহুর প্রবক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে এরূপ উদ্দেশ্য করেন নি। কেননা, আমরা দেখেছি, তাঁরা এমন কতগুলো য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করেছেন যা অন্য কোন প্রমাণযোগ্য হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি। উদাহরণ স্বরূপ ইক্বামাতের জবাবে 'আক্বামাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বাক্য বলাকে মুস্তাহাব মনে করা। অথচ এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি য'য়ীফ। আর এই হাদীছ ছাড়া দলিলযোগ্য অন্য কোন হাদীছ দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় নি। এ সত্ত্বেও তারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন। অথচ মুস্তাহাব হচ্ছে পাঁচটি আহকামের অন্যতম একটি। যা অবশ্যই প্রমাণযোগ্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হয়।

আমি (আলবানী) বলছি: আমি লোকাদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা হচ্ছে এই যে, য'য়ীফ হাদীছের উপর কোন অবস্থাতেই 'আমল করা যাবে না, চাই ফযায়েলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে হোক।

জেনে রাখুন! যারা য'য়ীফ হাদীছের উপর ফযায়েলের ক্ষেত্রে 'আমল করা যাবে এরূপ কথা বলেছেন, তাদের পক্ষে কুরআন ও হাদীছ হতে কোনই দলীল নেই। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এমন ধরনের একটি দলীলও তাদের কোন 'আলেমের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র একে অপর হতে কতিপয় উক্তি বা ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। যা তর্কের স্থলে গ্রহণযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও তাদের ভাষ্যের মধ্যেও মতানৈক্য লক্ষ্যণীয়, যেমন ইবনুল হুমাম বলেছেন: "য'য়ীফ দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, জাল হাদীছ দ্বারা নয়।" অতঃপর তিনি মুহাক্কিক জালালুদ্দীন আদ-দাওয়ানী হতে নকল করেন যে, তিনি বলেছেন: "আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, য'য়ীফ হাদীছ দ্বারা শরী'আতের পাঁচটি আহকাম (অর্থাৎ ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরূহ ও হারাম) সাব্যস্ত হয় না।"

লক্ষ্য করুন, "ইবনুল হুমাম বলেন য'য়ীফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়, অথচ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সকলের ঐক্যমতে পাঁচটি আহকামের কোনটিই সাব্যস্ত হয় না। যার মধ্যে মুস্তাহাবও রয়েছে। অতএব তার কথার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। তিনি আদ-দাওয়ানী

হতে যে বক্তব্য বর্ণনা করেছেন তাই সঠিক। কারণ ধারণা বা অনুমানের দ্বারা কোন 'আমল করা হতে শরী'য়তে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যেটি সম্পর্কে আপনারা অবহিত হয়েছেন। যারা য'য়ীফ হাদীছের উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে 'আমল করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা ধারণার বশবর্তী হয়েই তার উপর শর্ত সাপেক্ষে 'আমল করা যাবে বলে মত প্রদান করেছেন। যা সম্পূর্ণ আল্লাহর নির্দেশনা বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) 'আল-কায়িদাতুল জালীলাহ ফিত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওয়াসীলাহ্ (৮২ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে বলেছেন:

"শরী'য়তের মধ্যে য'য়ীফ হাদীছগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পরোক্ষভাবে ছ্বহীহ বা পরোক্ষভাবে হাসান পর্যায়ভুক্ত এরূপ প্রমাণিত না হবে। তবে ইমাম আহমদ ও আরো কতিপয় 'আলেম ফযীলতের ক্ষেত্রে য'য়ীফ হাদীছকে বর্ণনা করা জায়েয বলেছেন যদি মূল 'আলমটি শরয়ী' ছ্বহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় এবং উক্ত সাব্যস্ত হওয়া 'আমলটির ফযীলত বর্ণিত হাদীছটি মিথ্যা নয় বলে জানা যায়। আর এরূপ হলে হয়তো আমলটি সত্যি বলা জায়েয হতে পারে। কোন ইমামই বলেননি যে, য'য়ীফ হাদীছ দ্বারা কোন বস্তুকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হিসাবে সাব্যস্ত করা জায়েয, যে ব্যক্তি এরূপ বলবেন তিনি ইজমার বিপরীত কথা বলবেন।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) আরো বলেন: "ইমাম আহমদ এবং তার ন্যায় কোন ইমাম শরী'য়তের মধ্যে এ ধরনের হাদীছের উপর নির্ভর করেন নি। যে ব্যক্তি ইমাম আহমদ হতে এরূপ বর্ণনা করেছে যে, তিনি য'য়ীফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন (যেটি ছ্বহীহও নয় আবার হাসান পর্যায়ভুক্তও নয়)। তিনি ভুল করেছেন।"

(মুকাদ্দমা তামামুল মিন্নাহ, ছ্বহীহ জামেউস ছ্বগীর, মুকাদ্দমার ছ্বহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, য'য়ীফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ১ম খণ্ড ৫০-৫২, ও অন্যান্য)

হাফেয ইবনু হাজার-এর নিকট 'য'য়ীফ হাদীছে'র উপর 'আমল করার শর্তাবলী

হাফেয শাখাবী (রাহঃ) বলেন, আমি আমার শায়খকে বার বার বলতে শুনেছি, য'য়ীফ হাদীছের উপর তিনটি শর্তে 'আমল করা যাবে:

১। হাদীছটি যেন বেশি দুর্বল না হয়। অতএব মিথ্যুক, মিথ্যার দোষে দোষী এবং অস্বাভাবিক ভুলকারীদের একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে না।

২। যে 'আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সেই 'আমলটির মূল্য সাব্যস্ত হতে হবে। এতএব যে 'আমলে কোন ভিত্তি নেই সেই 'আমলের ক্ষেত্রে ফযীলত বর্ণিত হয়ে থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩। কম য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করার সময় বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, সেটি

শরী'য়ত হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস রাখলে, তা রাসূল ﷺ-এর রেফারেন্সে বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, রাসূল ﷺ তার উপর 'আমল করার জন্য বলেছেন।

শর্তগুলোর ব্যাখ্যা

প্রথম শর্তে বলা হয়েছে: ফযীলতের ক্ষেত্রে কম য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে। এই ফযীলত অর্জনের বিষয়টি কোন 'আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার কোন 'আমল ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে য'য়ীফ হাদীছগুলোর মধ্য হতে কোন্‌টি কম য'য়ীফ আর কোন্‌টি বেশি য'য়ীফ তা আগে নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর যেটি কম য'য়ীফ সেটির উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু কোন্‌টি ছুহীহ্ কোন্‌টি য'য়ীফ, কোন্‌টি কম য'য়ীফ এবং কোন্‌টি বেশি য'য়ীফ তা পার্থক্য করার দায়িত্ব কার? সন্দেহ নেই; নিশ্চয় এ বিষয়ে যারা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ তাঁদেরকেই তা করতে হবে আর তা দুটি কারণে:

১। পৃথক না করলে য'য়ীফকে ছুহীহ্ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে মনে করে তার উপর 'আমল করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মিথ্যারোপের ন্যায় বিপদেও পড়তে হতে পারে।

২। অনুরূপভাবে কম য'য়ীফকে বেশি য'য়ীফ হতে পৃথক করতে হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ফযীলতের ক্ষেত্রেও বেশি য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করে উল্লেখিত একই বিপদে না পড়ে। কিন্তু এরূপ পার্থক্যকারী বিজ্ঞ আলেমদের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

দ্বিতীয় শর্তে বলা হয়েছে: যে কর্মটির ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সে কর্মটির মূল থাকতে হবে। অর্থাৎ তা ছুহীহ্ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় মূলহীন 'আমলের জন্য ফযীলতের ক্ষেত্রে কম য'য়ীফ হাদীছের উপরও 'আমল করা যাবে না।

উল্লেখ্য য'য়ীফ হাদীছ দ্বারা 'আলেমদের ঐকমত্যে কোন 'আমলই সাব্যস্ত হয় না। যদিও সেটি মুস্তাহাব হয়। অতএব 'আমলই যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে, তাহলে 'আমল এবং ফযীলত উভয়টি যে হাদীছের মধ্যে একই সাথে বর্ণিত হয়েছে সে হাদীছ দ্বারা কোন অবস্থাতেই ফযীলত সাব্যস্ত হতে পারে না। যদিও হাদীছটি কম য'য়ীফ হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে মূলটি ছুহীহ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে না।

তৃতীয় শর্তে বলা হয়েছে: কম য'য়ীফ হাদীছের উপর 'আমল করা যাবে, তবে এ বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ হতে পারে তিনি দুর্বল কথাটি বলেন নি। ফলে তাঁর উপর 'আমল করতে গিয়ে মিথ্যারোপ করার মত বিপদে পড়তে হতে পারে।

সম্মানিত পাঠক! যখন নবী ﷺ-এর হাদীছ ভেবে কম য'য়ীফ হাদীছের উপরও 'আমল করা যাবে না, তখন বেশি য'য়ীফ হাদীছের উপর কোন স্বার্থে 'আমল করবেন? এটি কি

ভেবে দেখার বিষয় নয়? এ ছাড়া ছহীহ হাদীছের মধ্যে বর্ণিত ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছগুলোর এক চতুর্থাংশ হাদীছের উপর কি আমরা 'আমল করতে সক্ষম হয়েছি? সবিনয়ে এ প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রাখছি। *(আকমাল হুসাইন অনূদিত- য'য়ীফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭-৪৮)*

আল্লামা আলবানী (রাহঃ) বলেন: অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বহু 'আলেমকে আমরা এই শর্তগুলোর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করতে দেখছি। তারা কোন হাদীছ ছহীহ না য'য়ীফ তা না জেনেই তার উপর 'আমল করছেন। আর যখন হাদীছটির দুর্বলতা অবহিত হন তখন দুর্বলতার পরিমাণ তারা জনতে চান না। সেটি কি কম দুর্বল না বেশি দুর্বল? অতঃপর সেই দুর্বল হাদীছ মোতাবেক 'আমলের পক্ষে এমনভাবে প্রচারণা করেন ঠিক যেমনটি করতেন হাদীছটি ছহীহ হলে। সেজন্যই মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক ইবাদত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোটেই ছহীহ নয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা এমন বহু ছহীহ ইবাদত থেকে সরে গিয়েছে যা প্রমাণযোগ্য সনদসমূহের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। *(মুকাদ্দমা তামামুল মিন্নাহ)*

মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষণীয় উক্তিগুলোর স্তর ছয়টি:

১। প্রথমত- যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে। যেমন- অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তর বা সে মিথ্যার খনি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।

২। প্রথমটির চেয়ে একটু নিচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহন করে। যেমন- অমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে মিথ্যাবাদী বা অত্যধিক জালকারী বা হাদীছ জাল করে বা মিথ্যা বলে।

৩। অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীছ চুরি করে কিংবা সে বর্জিত বা মাতরূক (পরিত্যাজ্য) বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হাদীছে বহিষ্কৃত বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যেসব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহন করে।

৪। অমুক ব্যক্তির হাদীছ পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীছের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারেই দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা সে হাদীছ লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হলাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মাঈন ব্যতিত অন্য সকলেরই। কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীছ বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।

৫। অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে মুযতারিবুল হাদীছ (হাদীছ উলটপালটকারী) বা দুর্বল বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীছ

রয়েছে বা তাঁর বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীছ রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীছ (হাদীছে অস্বীকৃত)। তবে ইমাম বুখারীর কাছে কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীছ বর্ণনা করাই হালাল নয়।

৬। অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাফেয নয় বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে বা তার হাদীছ প্রায় য'য়ীফ ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথোপকথন করেছেন বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দুটি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন ঐ ব্যক্তিকে যার হাদীছকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।

হুকুম

উল্লিখিত প্রথম চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও না।

৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীছ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বসূত্র: মুকাদ্দামা: য'য়ীফ সুনানে ইবনে মাজাহ্- আলবানী [রাহঃ])

পরিশিষ্ট

(সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

হাদীছের নামে কতিপয় জাল হাদীছ

হাদীছ সংকলনের ইতিহাসে হাদীছের পরিচয় ও হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'ছ্বহীহ্' শব্দটি যেমন একটি সুপরিচিত ও সুপ্রিয় পরিভাষা, তেমনি হাদীছ বর্জনের ক্ষেত্রেও 'জাল' শব্দটি সুপরিচিত। তবে তা অপ্রিয় ও স্পর্শকাতর একটি পরিভাষা। ইসলামী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, "হিজরি দ্বিতীয় শতকে হাদীছ জাল করণের এক নতুন ফিত্না সৃষ্টি হয়। অনেক লোকই বিভিন্ন কিস্সা কাহিনী, মিথ্যা এবং অমূলক ও কিংবদন্তী বিষয় হাদীছ রূপে বর্ণনা পরম্পরায় সূত্র সহকারে প্রচার করতে শুরু করে। এ সময়কার জাল হাদীছ রচয়িতাদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থবাদী, কিস্সা-কাহিনী বর্ণনাকারী ও গোপনে ধর্মদ্রোহী লোকেরাই ছিল প্রধান।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, মোটামুটি তিনটি কারণেই ইসলামের মধ্যে হাদীছ জাল করণের ফিত্নার উদ্ভব হয়:

(১) রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপন, নিজেদের আচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে সপ্রমাণিতকরণ ও জনগণের নিকট তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে হাদীছ জালকরণ।

(২) জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রচার, ওয়াজ-নছীহত দ্বারা জনগণকে সহজে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো, ইবাদত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী বানানো এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার উদ্দেশ্যে হাদীছ জালকরণ।

(৩) ব্যক্তিগত স্বার্থলাভ এবং তাকে সহজবোধ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে মনগড়া কথাকে 'হাদীছ' নামে চালিয়ে দেয়ার জন্য হাদীছ জালকরণ।"

(সূত্র: হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃ: ৪২২-২৪)

জাল হাদীছ রচয়িতাকারীরা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব হাদীছ রচনা করে রাসূলুল্লাহ (ছ্বঃ)-এর হাদীছের নামে চালিয়ে দিয়েছে সেসব জাল হাদীছের কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো:

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে জাল হাদীছ

١. " كُنْتُ كَنْزًا لَا يُعْرَفُ فَاحْبَبْتُ اَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ لِأُعْرَفَ. "

১. "আমি (আল্লাহ্) অজ্ঞাত গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। যখন আমি পরিচিত হতে পছন্দ করলাম তখন আমি সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করলাম; যেন আমি পরিচিত হই।" জাল হাদীছ।

(সূত্র: আহাদীছুল কুস্সাস্- ইমাম ইবনে তাইমিয়া)

٢. " قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ. "

২. "মুমিনের কলব আল্লাহ তা'আলার আরশ।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল আসরার, মোল্লা আলী কারী)*

রাসূলুল্লাহ্ (ছ্বঃ)-এর নামে জাল হাদীছ

٣. " لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الاَفْلَاكَ. "

৩. "(আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) আপনি না হলে আমি আসমান-যমীন বা মহাবিশ্ব কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল মাউযূ'আত- আল্লামা সাগানী, আল-আসরার- মোল্লা আলী কারী)*

٤. "اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ الاَّ اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ."

৪. "আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ্ যদি চান।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল মাউযূ'আত- ইবনুল জাওযী, তানযীহুশ শরী'আহ্- ইবনু ইরাক)*

٥. "لَمَّا اقْتَرَفَ ادَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَارَبِّ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ..... لَوْلاَمُحَمَّدٌ مَاخَلَقْتُكَ."

৫. "হযরত আদম (আঃ) যখন (নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে) ভুল করে ফেললেন, তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে বললেন: হে প্রভু! আমি মুহাম্মদের অসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ্ বললেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মদকে চিনলে? আমি তো এখনও তাঁকে সৃষ্টিই করি নি। তিনি বললেন, হে প্রভু! আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁক দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটিসমূহের উপর লেখা আছে "لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه." এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ্ বললেন, হে আদম! তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তাঁর অসীলা দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।" কেউ কেউ এ হাদীছটি য'য়ীফ বললেও অধিকাংশ হাদীছ বিশারদের মতে হাদীছটি জাল। *(সূত্র: সিলসিলাতুয য'য়ীফাহ- আলবানী, আল-আসরার- মোল্লা আলী কারী)*

٦. "اَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ."

৬. "আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: হাদীছের নামে জালিয়াতি- ড. আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর)*

٧. "كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ."

৭. "আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল-মাকাসিদ- সাখাবী, আল আসরার- মোল্লা আলী কারী)*

রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর ছাহাবীদের ব্যাপারে জাল হাদীছ

٨. "اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ."

৮. "আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য তাঁদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করলে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: মীযানুল ই'তিদাল- আযযাহাবী, আল মাকাসীদ- সাখাবী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আয য'য়ীফাহ্- আলবানী)*

٩. "اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا."

৯. "(রাসূলুল্লাহ্ ছ্বঃ বলেছেন) আমি জ্ঞানের শহর। আর আলী তার দ্বার।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল মাউযূ'আত- ইবনুল জাওযী, আল আসরার- মোল্লা আলী কারী)*

ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٠. " يَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَجُ أُمَّتِىْ."

১০. "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে, যার নাম হবে আবু হানীফা, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপ স্বরূপ।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: আল মাউযূ'আত- মোল্লা আলী কারী)*

উম্মতের ইখতিলাফ অর্থাৎ মতভেদ সম্পর্কে জাল হাদীছ

١١. " إِخْتِلَافُ أُمَّتِىْ رَحْمَةٌ."

১১. "আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতভেদ) রহমত বা করুণা স্বরূপ।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, আয-যয়ীফা- আলবানী)

আওলিয়া কিরামের কারামত সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٢. " كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقٌّ."

১২. "অলিগণের কারামত সত্য।" জাল হাদীছ। *(সূত্র: হাদীছের নামে জালিয়াতি- ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর)*

জিহাদ সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٣. " اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوىَ."

১৩. "সবচেয়ে কঠিন জিহাদ হল প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: হিলয়াতুল আওলিয়া- আবু ন'আইম, কিতাবুয যুহদ- বায়হাকী)

আলেম-উলামা সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٤. مِدَادُ الْعُلَمَاءِ اَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.

১৪. "জ্ঞানীর (কলমের) কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল-মাকাসীদ- সাখাবী, আল আসরার- মোল্লা আলী কারী)

١٥."عُلَمَاءُ أُمَّتِىْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِىْ إِسْرَائِلَ."

১৫. "আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবীদের মত।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, আল ফাওয়াইদ- শাওকানী)

١٦. نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ.

১৬. "মূর্খের ইবাদতের চেয়ে আলেমের ঘুম ভালো।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, য'য়ীফ জামি'- আলবানী)

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٧." أُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ."

১৭. "চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অর্জন করো।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল মাউযূ'আত- ইবনুল জাউযী, সিলসিলাতুয য'য়ীফা- আলবানী)

আমল ও ইখলাছ্ব সম্পর্কে জাল হাদীছ

١٨. " اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَلَكَى اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلَكَى اِلاَّ الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ غَرَقَى اِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ."

১৮. "সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত, শুধু আলিমগণ ছাড়া। সকল আলিমগণও ধ্বংসপ্রাপ্ত শুধু আলমকারী ছাড়া। সকল আমলকারীও ধ্বংসপ্রাপ্ত/ডুবন্ত শুধু মুখলিছ্বগণ ছাড়া। আর মুখলিছ্ব (নিষ্ঠাবানগণও) কঠিন ভয়ের মধ্যে।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: আল মাউযূ'আত- সাগানী, সিলসিলাতিস য'য়ীফা- আলবানী)

ঈমানের বিষয়ে জাল হাদীছ

١٩. "حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الاِيْمَانِ."

১৯. "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।" জাল হাদীছ। (সূত্র: আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, আল মাকাসীদ- সাখাবী)

মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা সম্পর্কে জাল হাদীছ

٢٠. "مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِيْ الْمَسْجِدِ اَحْبَطَ اللهُ اَعْمَالَهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً."

২০. "যে ব্যক্তি মসজিদে কোন দুনিয়াবী কথা বলবে, আল্লাহ্ তার চল্লিশ বছরের আমল বরবাদ করে দেবেন।" জাল হাদীছ। (সূত্র: আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, আল মাউযূ'আত- সাগানী)

ছ্বালাত অর্থাৎ নামায সম্পর্কে জাল হাদীছ

٢١. " اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ."

২১. "নামায মুমিনদের মি'রাজ স্বরূপ।" জাল হাদীছ।
(সূত্র: হাদীছের নামে জালিয়াতি- ড. আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর)

٢٢. "مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ حَتّٰى مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِيْ النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ مِقْدَارُ اَلْفِ سَنَةٍ."

২২. "যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করল না এবং এরপর সে কাযা করল, তাকে জাহান্নামে এ হুক্‌বা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক হুকবা ৮০ বছর এবং এক বছর ৩৬০ দিন আর প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বছরের সমান। জাল

হাদীছ। (তবে নামায কাযার পরিণাম সম্পর্কে সনদসূত্রে অনেক ছ্বহীহ্ হাদীছ বিদ্যমান।)

(সূত্র: হাদীছের নামে জালিয়াতি- ড. আবদুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর)

আশুরা বা ১০ই মুহাররামের দিনের ফযীলত সম্পর্কে জাল হাদীছ

٦٣. "مَنْ وَسَّعَ عَلى عَيَالِه فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءِ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِيْ سَنَتِه كُلِّهَا."

২৩. "যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার পরিবারের জন্য প্রশস্ত করে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ্ সারা বছরই তাকে প্রশস্ত রিযক প্রদান করবেন। এ হাদীছটি কেউ কেউ য'য়ীফ বললেও অধিকাংশ হাদীছ বিশারদদের মতে হাদীছটি জাল।

(সূত্র: আল মাউযূ'আত- ইবনুল জাওযী, আল আসরার- মোল্লা আলী কারী, আল ফাওয়াইদ- শাওকানী)

শবের বরাত নামে নিছ্বফু শা'বানের রাতে ইবাদত ও দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে জাল হাদীছ

٢٤. "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مُسْتَغْفِرٍ لِيْ فَاَغْفِرَلَهُ اَلاَ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلاَ مُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ اَلاَ كَذَا اَلاَ كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ."

২৪. "যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (নামায-দু'আয়) মগ্ন থাকো এবং দিনে রোযা রাখো। কারণ ঐ দিন সূর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিযক চাওয়ার আছো কি? আমি তাকে রিযক দেব। কোন দুর্দশাগ্রস্ত আছো কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবেহ্ সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত এ আহবান অব্যাহত থাকে।" এ হাদীছটি কেউ কেউ য'য়ীফ বললেও অধিকাংশ হাদীছ বিশারদদের মতে হাদীছটি জাল।

(সূত্র: তাক্বরীব এবং তাহযীব- ইবনু হাজার, যাওয়ায়েদ- আল বূছীরী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আযয'য়ীফা- আলবানী,

বছরের পাঁচটি রাতে দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে জাল হাদীছ

٢٥. "خَمْسُ لَيَالٍ لاَتُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّحْرِ".

২৫. "(বছরের) পাঁচ রাতের দু'আ বিফল হয় না। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শা'বানের রাত, জুমার রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত।" জাল হাদীছ।

(সূত্র: আল জামে' আছ্বছ্বাগীর- সুয়ূতী, আল ফিরদাউস- দায়লামী, য'য়ীফুল জামে' ও আযয'য়ীফা- আলবানী)

এক নজরে
হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপনে
বিখ্যাত হাদীছ বিশারদগণ

১. ইমাম যুহরী (রাহঃ)

ইমাম যুহরীর পুরো নাম হলো– মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দিল্লাহ ইবনে শিহাব আযযুহরী। জন্ম: ৫৮ হিজরী, মদীনায়। মৃত্যু: ১২৪ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম: مسند الزُّهْرِیْ (মুসনাদুয যুহ্‌রী)।

২. ইমাম আবু হানীফাহ্ (রাহঃ)

ইমাম আবু হানীফাহ্‌র বংশক্রম নাম হলো– নু'মান ইবনে ছাবিত ইবনে যূতী আত-তাইমী আলকুফী মওলা বনী তাইমিল্লাহ ইবনে ছা'লাবা। জন্ম: ৮০ হিজরী, কুফা নগরীতে। মৃত্যু: ১৫০ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম كتاب الاثار (কিতাবুল আ-ছার)।

৩. ইমাম মালেক (রাহঃ)

ইমাম মালেকের বংশ পরম্পরা নাম হলো– মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবী আমির ইবনে উমর ইবনুল হারিস ইবনে গাইমান ইবনে খুসাইল ইবনে আমর ইবনুল হারিস আল আসবাহী। জন্ম: ৯৩ হিজরী, মদীনায়। মৃত্যু: ১৭৯ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম الموطا (আল-মুয়াত্তা)

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহঃ)

ইমাম আহমদের উপনাম আবু আবদিল্লাহ। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ ইবনে ইদরীস আস সুদূসী আশ-শায়বানী আয-যহলী। জন্ম: ১৬৪ হিজরী, বাগদাদে। মৃত্যু: ২৪১ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম مسند أحمد (মুসনাদে আহমদ)।

৫. ইমাম বুখারী (রাহঃ)

ইমাম বুখারীর পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগিরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী। জন্ম: ১৯৪ হিজরী, বুখারায়। মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম صحيح البخارى (ছুহীহ্ আল বুখারী)।

৭. ইমাম মুসলিম (রাহঃ)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ। জন্ম: ২০৬ হিজরী, ইরানের খোরাসানে। মৃত্যু: ২৬১ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম صحيح المسلم (ছুহীহ্ আল মুসলিম)।

৮. ইমাম নাসায়ী (রাহঃ)

ইমাম নাসায়ীর প্রকৃত নাম আহমদ। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল খুরাসানী আন নাসায়ী। জন্ম: ২১৫ হিজরী, ইরানের খুরাসান প্রদেশের নাসায়। মৃত্যু: ৩০৩ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম سنن النسائ (সুনানে আন্নাসায়ী)।

৯. ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ)

ইমাম আবু দাউদের প্রকৃত নাম সুলাইমান। তাঁর বংশ পরম্পরা নাম হলো– আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আল-আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান আল আযাদী আস-সিজিস্তানী। জন্ম: ২০২ হিজরী, সিজিস্তানে। মৃত্যু: ২৭৫ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম سُنَنْ أَبِى داؤد (সুনানে আবু দাউদ)।

১০. ইমাম তিরমিজী (রাহঃ)

ইমাম তিরমিজীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। বংশক্রম নাম হলো– আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মূসা ইবনে দাহ্হাক আস সুলামী আততিরমিজী। জন্ম: ২০৯ হিজরী, তিরমিজে। মৃত্যু: ২৭৯ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম سنن الجامع الترمذى (সুনানে আল জামি' আত্তিরমিজী)।

১১. ইমাম ইবনে মাজাহ (রাহঃ)

ইমাম ইবনে মাজাহ্র প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ। জন্ম: ২০৯ হিজরী, ইরানের কাযবীন শহরে। মৃত্যু: ২৭৩ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম سنن ابن ماجه (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

১২. ইমাম আল-হাকেম নায়শাপুরী (রাহঃ)

ইমাম আল হাকেমের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদূইয়্যাহ্ ইবনে মু'আইস ইবনে হাকাম আদ-দাব্বী আত তাহমানী আন-নায়শাপুরী। জন্ম: ৩২১ হিজরী, নায়শাপুরে। মৃত্যু: ৪০৫ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম المستدرك الحاكم (আল মুস্তাদরাক আল হাকেম)।

১৩. ইমাম আদ্দারা কুতনী (রাহঃ)

ইমাম আদ্দারা কুতনীর প্রকৃত নাম আলী। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আবুল হাসান আলী ইবনে উমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী দীনার ইবনে আবদিল্লাহ্ আল বাগদাদী আদদারা কুতনী। জন্ম: ৩০৬ হিজরী, বাগদাদের দারুল কুতনে। মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম المسند داركتنى (আল মুসনাদু দারা কুতনী)।

১৪. ইমাম আল বায়হাক্বী (রাহঃ)

ইমাম আল বায়হাক্বীর প্রকৃত নাম আহমদ। তাঁর বংশক্রম নাম হলো– আল ইমাম আল হাফিজ আল ফক্বীহ আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মূসা আল খুসরাওয়াদী আল বায়হাক্বী। জন্ম: ৩৮৪ হিজরী, নায়শাপুরের বায়হাক্বীতে। মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম السنن الكبرى بيهقى (আস-সুনানুল কুবরা বায়হাকী)।

১৫. ইমাম আত-ত্বাবারানী (রাহঃ)

ইমাম আত ত্বাবারানীর প্রকৃত নাম সুলাইমান। তাঁর বংশক্রম নাম হলো আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়্যুব ইবনে মুতির আল্-লাখামী আশ-শামী আত-ত্বাবারানী। জন্ম: ২৬০ হিজরী, সিরিয়ার তাবারিয়ায়। মৃত্যু ৩৬০ হিজরী। তাঁর হাদীছ গ্রন্থের নাম المعجم الكبير، المعجم الصغير، المعجم الاوسط الطبرنى [আল মু'জ্বামুল কাবীর, আল মু'জ্বামুছ্ ছ্বাগীর ও আল মু'জ্বামুল আওসাত্ব আত ত্বাবারানী (তিনটি)]

১৬. ইমাম নাছির উদ্দীন আল-আলবানী (রাহঃ)

ইমাম নাছির উদ্দীন আল-আলবানীর পূর্ণ ও বংশক্রম নাম হলো– আবু আবদির রহমান নাছির উদ্দীন ইবনে নূহ নাজাতী ইবনে আদম আল-আলবানী। জন্ম: ১৩৩২ হিজরী মুতাবেক ১৯১৪ ইং; আলবেনিয়ায়। মৃত্যু: ১৪১৮ হিজরী মুতাবেক ১৯৯৯ ইং। তাঁর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থের নাম: (১) سلسلة الاحاديث الصحيحة (সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্ছ্বহীহ্হা) (২) سلسلة الاحاديث الضعيفة (সিলসিলাতুল আহাদীছ আয য'য়ীফাহ্)।

তাঁর সম্পাদিত হাদীছ গ্রন্থসমূহ:

১. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ সুনানে ইবনে মাজাহ্,
২. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ সুনানে আবু দাউদ,
৩. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ সুনানে আত্তিরমিজী,
৪. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ সুনানে আন্নাসায়ী,
৫. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ জামি'উছ্ছ্বাগীর,
৬. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ আত্তারগীব ও আত্তারহীব,
৭. ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ আদাবুল মুফরাদ,
৮. আত্তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাছ্বাবীহ্।

(সূত্র: হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।)